“জাতিসংঘের হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির পর্যালোচনা: হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি)’র অবস্থান ও দাবী”

সংবাদ সম্মেলন
ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি, ২০ মে ২০১৮, সকাল ১১টা

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

গত ১৪ মে ২০১৮ জাতিসংঘের হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের ৩০তম অধিবেশনে তৃতীয়বারের মতো সর্বজনীন পুনর্বীক্ষণ পদ্ধতি বা ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ (ইউপিআর)-এর আওতায় বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচিত হয়েছে। প্রতি সাড়ে চার বছর পর পর হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল এ পর্যালোচনা করে থাকে। এ পর্যালোচনায় সরকারের পাশাপাশি জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ-সংগঠন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিবেদন প্রদান করেছে। আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকারের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল এই পর্যালোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও অন্যান্য মানবাধিকার সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিরা এই পর্যালোচনার সময় উপস্থিত ছিলেন। হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি)’র পক্ষ থেকেও একটি প্রতিনিধিদল অধিবেশনে যোগ দেন। তারা জেনেভাস্থ বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সাথে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন।

সাংবাদিক ভাই-বোনেরা,

বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনার সাড়ে তিনঘণ্টাব্যাপী এই আলোচনায় আইনমন্ত্রীগত চার বছরের (২০১৩-২০১৮) দ্বিতীয় পর্যায়ের ইউপিআর অধিবেশনে প্রদত্ত সুপারিশ ও অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং মানবাধিকার উন্নয়নে সরকারের গৃহীত অন্যান্য কার্যক্রম তুলে ধরেন। আইনমন্ত্রীর বক্তব্য উপস্থাপনের পর পারস্পরিক অংশগ্রহণমূলক আলোচনায় ১০৫টি দেশের প্রতিনিধিগণ আগামীতে মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নের বিষয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায় ২৫১টি

Secretariat:
Ain o Salish Kendra (ASK), 7/17, Block-B, Lalmatia, Dhaka-1207
Phone: 8126047, 8126134, 8126137, Fax: 8126045
Email: ask@citechco.net web: www.askbd.org
Forum Members:
Ain o Salish Kendra (ASK), Acid Survivors Foundation (ASF), Association for Land Reform and Development (ALRD), Bandhu Social Welfare Society (BSWS), Bangladesh Adivasi Forum, Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movements (BDERM), Bangladesh Institute of Labor Studies (BILS), Bangladesh Legal Aid & Services Trust (BLAST), Bangladesh Mahila Parishad (BMP), Boys of Bangladesh (BOB), FAIR, Karmojibi Nari (KN), Kapaeeng Foundation, Manusher Jonno Foundation (MJF), National Alliance of Disabled Peoples' Organizations (NADPO), Nagorik Uddyog, Naripokkho, Nijera Kori, Steps Towards Development (Steps), Transparency International Bangladesh (TIB)

সুপারিশ প্রদান করেন। অনেকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের অগ্রগতির প্রশংসা করেছে। প্রায় প্রতিটি দেশ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দেয়ায় বাংলাদেশকে সাধুবাদ জানিয়েছে। অনেক দেশ বাংলাদেশকে জাতিসংঘের শরণার্থী সনদ ১৯৫১ স্বাক্ষরের জন্য সুপারিশ করেছে। পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের সম্মানজনক, নিরাপদ এবং স্বেচ্ছায় নিজ দেশে ফেরা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে অব্যাহত যোগাযোগ চালিয়ে যাওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের সদস্য দেশসমূহ অন্যান্য যেসব বিষয়ে তাদের উদ্বেগ জানিয়ে সুপারিশ প্রদান করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

জীবন ও নিরাপত্তার অধিকারঃ

রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলো কর্তৃক গুম বা বলপূর্বক অন্তর্ধানসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগসমূহের সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য তদন্ত এবং বিচার নিশ্চিত করা।

মতপ্রকাশের অধিকারঃ

- মানবাধিকারকর্মী,সংবাদকর্মীসহ নাগরিকদের মত ও স্বাধীন চিন্তা প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা,
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০১৩ এর ৫৭ ধারা সম্পূর্ণভাবে বিলোপ করা,
- খসড়া ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পরিপন্থী ধারা না রাখা।

সভা ও সমাবেশের অধিকারঃ

- বৈদেশিক অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইনসহ সভা ও সমাবেশের অধিকারের প্রতি হুমকি বলে বিবেচিত হওয়া আইনসমূহ বাতিল করা,
- স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা,
- বিরোধী দলের সভা সমাবেশের অধিকার নিশ্চিত করা।

সমতা ও বৈষম্যহীনতার অধিকারঃ

- বৈষম্য বিরোধী আইন অনুমোদন,
- বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের বিশেষ বিধান বাতিল করা ও দ্রুততার সাথে এ আইনের বিধিমালা প্রণয়ন করা যাতে করে এর অপব্যবহার রোধ করা যায়,
- লিঙ্গ ও যৌনতার ভিত্তিতে সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ করা,
- দন্ডবিধির ৩৭৭ ধারা বিলোপ করা,
- নারীর প্রতি সকল ধরণের সহিংসতাকে ও বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যকার ধর্ষণকে (ম্যারিটাল রেপ) ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া।
- পার্বত্য চট্রগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা
- সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্রের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন

মৃত্যুদন্ড বিলোপঃ

- মৃত্যুদন্ডের বিধান বিলোপ করা। মৃত্যুদন্ডের বিধান বিলোপ করার পূর্ব পর্যন্ত সব ফাঁসি বন্ধ রাখা।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে শক্তিশালীকরণঃ

- জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা এবং ভিত্তি আইনের সংস্কার সাধন।

সাংবাদিক বন্ধুরা,

২৫১টি সুপারিশের মধ্যে বাংলাদেশ সরকার ১৬৭টি সুপারিশ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ সরকারের বক্তব্য অনুযায়ী রাজনৈতিক বিবেচনায় স্পর্শকাতর বা যথাযথ প্রস্তুতি না থাকায় ২৪টি সুপারিশ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে সরকার সময় নিয়েছে হিউম্যন রউিটস কাউন্সিলের ৩৯ তম অধিবেশন পর্যন্ত, যা অনুষ্ঠিত হবে এ বছরের শেষ দিকে। অত্যন্ত দু:খের বিষয় হলো বাংলাদেশ ৬০টি বিষয়ে সুপারিশ প্রত্যাখান করেছে যা একেবারে অগ্রহণযোগ্য এবং এটি আন্তর্জাতিক পরিসরে মানবাধিকার রক্ষায় বাংলাদেশের অঙ্গীকারকে দুর্বল করে তুলছে। উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় ইউপিআর পর্যালোচনায় বাংলাদেশ মাত্র ৫টি বিষয়ে সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করেছিল।

যেসব সুপারিশগুলো বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

১. পাবর্ত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্নাঙ্গ সময়সূচি ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (রোডম্যাপ) প্রণয়ন;
২. নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী এবং বয়স্কদের গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা;
৩. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
৪. সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মীদের হয়রানি, নির্যাতন এবং হত্যার হুমকির ঘটনা মোকাবেলায় পুলিশ সদ্যদের যথাযথ প্রশিক্ষণ;
৫. বৈষম্য বিলোপ আইন দ্রুত গ্রহণ;
৬. শিশু পতিতাবৃত্তি এবং বাল্যবিয়ে বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ;
৭. বিচার বর্হির্ভূত হত্যা এবং জোরপূর্বক অন্তর্ধান বা গুম সংক্রান্ত সকল অভিযোগের স্বতস্ফূর্ত ও যথাযথ তদন্ত এবং দোষীদের বিচারের আওতায় আনা;
৮. নাগরিক সমাজকে সম্পৃক্ত করে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা সংক্রান্ত মানবাধিকার কাউন্সিলের ১৬/১৮ রেজুল্যুশন বাস্তবায়নে রোডম্যাপ তৈরি করা;
৯. ধর্মীয় স্বাধীনতা, চরমপন্থা প্রতিরোধ এবং উগ্রবাদীদের সন্ত্রাস দমনে কার্যক্রম জোরদার করা;
১০. গণমাধ্যম ও সাংবাদিকরা যাতে সেন্সরশিপ, হুমকি, শারীরিক নির্যাতন, হত্যা ইত্যাদি ধরনের শোষন থেকে মুক্ত থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে;
১১. সকল নাগরিক, গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজ এং রাজনৈতিক দলগুলোর (অনলাইন ও অফলাইনে) মত প্রকাশ ও সমাবেশের স্বাধীনতার বাস্তবিক চর্চা নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা গ্রহণ;
১২. অফলাইন ও অনলাইনে মতপ্রকাশের অধিকার সংক্রান্ত প্রচলিত ও প্রস্তাবিত সকল আইন পর্যালোচনা এবং আর্ন্তজাতিক মানদন্ডের সাথে সমাঞ্জস্যতা নিশ্চিত করা;
১৩. ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা যাতে নিশ্চিত হয় তা দেখা;
১৪. গণমাধ্যম কর্মী এবং ব্লগারদের বিরুদ্ধে হত্যা ও নির্যাতনের সকল ঘটনার তদন্ত এবং দোষীদের বিচারের আওতায় আনা;

Secretariat:
Ain o Salish Kendra (ASK), 7/17, Block-B, Lalmatia, Dhaka-1207
Phone: 8126047, 8126134, 8126137, Fax: 8126045
Email: ask@citechco.net web: www.askbd.org
Forum Members:
Ain o Salish Kendra (ASK), Acid Survivors Foundation (ASF), Association for Land Reform and Development (ALRD), Bandhu Social Welfare Society (BSWS), Bangladesh Adivasi Forum, Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movements (BDERM), Bangladesh Institute of Labor Studies (BILS), Bangladesh Legal Aid & Services Trust (BLAST), Bangladesh Mahila Parishad (BMP), Boys of Bangladesh (BOB), FAIR, Karmojibi Nari (KN), Kapaeeng Foundation, Manusher Jonno Foundation (MJF), National Alliance of Disabled Peoples' Organizations (NADPO), Nagorik Uddyog, Naripokkho, Nijera Kori, Steps Towards Development (Steps), Transparency International Bangladesh (TIB)

১৫. মালিক ও শ্রমিকদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রম মানদন্ডের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং ইপিজেড শ্রম আইন সংশোধন করে যেখানে শ্রমিকদের স্বাধীন সংগঠন করার বিধান রাখা;
১৬. জোরপূর্বকভাবে বিতাড়িত রোহিঙ্গারা যতদিন না পর্যন্ত স্বেচ্ছায়, নিরাপত্তা ও মর্যাদার সাথে নিজ দেশে পুনর্বাসিত না হচ্ছে ততদিন তাদের আশ্রয় প্রদান অব্যাহত রাখা।

যেসব সুপারিশ গ্রহণের জন্য আরো সময় নিয়েছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

১. মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষায় সাংবিধানিক বিধান এর প্রয়োগ-বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন এর ৫৭ ধারা এবং খসড়া ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের এ সংক্রান্ত ধারার ক্ষেত্রে;
২. আদিবাসী এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে আইনগত ও সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং তাদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবেদন তৈরি;
৩. প্যারিস নীতিমালার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্য করা এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক, আর্থিক ও মানব সম্পদ বৃদ্ধি করা;
৪. বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের বিয়ের বয়স সংক্রান্ত বিশেষ ধারা বিলোপের মাধ্যমে আইনের সংশোধন;
৫. নির্যাতন ও জোরপূর্বক অন্তর্ধান বা গুম সংক্রান্ত ঘটনা প্রতিরোধ এবং দোষীদের বিচারের আওতায় আনা;
৬. অনলাইনে মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য প্রস্তাবিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন পর্যালোচনা এবং নতুন করে তৈরি;
৭. আইন শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী দ্বারা বিচার বহির্ভূত হত্যা, অপহরণ, গুম এতাদির যথাযথ তদন্ত এবং একই সাথে দোষীদের বিচারের আওতায় আনা।

যেসব সুপারিশ বাংলাদেশ সরকার প্রত্যাখ্যান করেছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

১. জোরপূর্বক অন্তর্ধান বা গুম সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদে অনুস্বাক্ষর;
২. জাতিসংঘের সকল বিশেষ প্রতিনিধিদের বাংলাদেশ ভ্রমনের অনুমতি প্রদান;

৩. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় তদন্ত করার ক্ষমতা প্রদান;
৪. যৌন ও লিঙ্গগত সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের ঘটনা প্রতিরোধে পদক্ষেপ গ্রহণ;
৫. যৌন ও লিঙ্গগত সংখ্যালঘুদের স্বীকৃতি এবং সমলিঙ্গের মধ্যে যৌন সম্পর্ক সংক্রান্ত দন্ডবিধির ৩৭৭ ধারা বিলোপ করা;
৬. মৃত্যুদন্ড রহিত করা এবং তা করার পূর্ব পর্যন্ত মৃত্যুদন্ড কার্যকর না করা;
৭. গণমাধ্যম সংক্রান্ত আইনে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত বা মানহানি সংক্রান্ত অপরাধের ধারা নাগরিক সমাজ সংগঠনকে সম্পৃক্ত করে পর্যালোচনা;
৮. বিরোধী দল, সাংবাদিক, মানবাধিকারকর্মী, এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা যাতে করে ভয়ভীতিহীন পরিবেশে জীবনের হুমিক ছাড়া কাজ করতে পারে সেজন্য অনলাইন ও অফলাইনে গণতান্ত্রিক চর্চার পরিসর বাড়ানো এবং এ উদ্দেশ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা বিলোপ এবং বৈদেশিক সহায়তা নিয়ন্ত্রণ আইন পর্যালোচনা;
৯. দলিত এবং আদিবাসী বিশেষ করে জুম্ম জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার উপভোগে সবরকম সহায়তা করা।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

আজকের এই সংবাদ সম্মেলনের মূল লক্ষ হচ্ছে, সরকারের পক্ষ থেকে যে বক্তব্য জাতিসংঘে প্রদান করা হয়েছে সে সম্পর্কে এইচআরএফবি'র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা ও ফোরামের অবস্থান আপনাদেরকে জানানো। আপনাদের মাধ্যমে আমরা সরকারের কাছে যেসব সুপারিশসমূহ গ্রহণ করতে রাজনৈতিক স্পর্শকাতরতার কথা বলে সময় নিচ্ছেন, সেসব সুপারিশসমূহ দ্রুত গ্রহণ করে সর্বস্তরের জনসাধারণের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার প্রদান করার আহ্বান জানাতে চাই। পাশপাশি যেসব সুপারিশ সরকার সমর্থন করেনি সেগুলো পুর্নবিবেচনা করার জোর দাবী রাখতে চাই।

সাংবাদিক বন্ধুরা,

সরকার বিদ্যমান মানবাধিকার পরিস্থিতি ও দ্বিতীয় পর্যায়ের পর তাদের গৃহীত উদ্যোগসমূহের ওপর যে উপস্থাপনা তুলে ধরেছে তার অনেক কিছুর সাথে আমাদের দ্বিমত আছে। আমরা অত্যন্ত হতাশ যে, সরকার বারবার বিচারবর্হির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুমের ঘটনা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সরকারের বক্তব্য অনুযায়ী অনেক ক্ষেত্রে সরকারকে বিব্রত করার জন্য বা ব্যক্তিগত কারণে মানুষকে অপহরণ করা হচ্ছে। আবার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দ্বারা এ ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘণের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকার কোন কার্যকর পদ্ধতি/পদক্ষেপ তুলে ধরতে পারেনি। বিভিন্ন বিভাগীয় তদন্ত ও নারায়নগঞ্জের সাত খুনের ঘটনার বিচারের উদাহরণ টেনে সরকার এক্ষেত্রে তাদের সোচ্চার ভূমিকা তুলে ধরার চেষ্টা করলেও মানবাধিকার কর্মীরা তাতে মোটেও সন্তুষ্ট নয়। বরং তাদের বক্তব্য অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের ঘটনা, গণমাধ্যম ও মানবাধিকার কর্মীদের বলিষ্ঠ ভূমিকা, আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়া অধিকাংশ গুম, বিচারবর্হির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনায় কোনো প্রতিকার পাওয়া যায় না। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে গুম হওয়া ব্যক্তি ফিরে আসলেও সে আর ভয়ে মুখ খুলছে না। প্রশ্ন হচ্ছে, সরকারের ভাষ্য অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় বাহিনী এসবের সাথে জড়িত না থাকলে, সরকার কেন জড়িতদের খুঁজে বের করে বিচারের আওতায় আনছে না! এসব গোষ্ঠী কি তাহলে সরকারের চেয়েও বেশি শক্তিশালী! আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হেফাজতে মৃত্যু ও নির্যাতন প্রতিরোধ আইন এবং উচ্চ আদালতের নির্দেশনা মেনে চলছে বলে সরকার দাবী করলেও মানবাধিকার কর্মীরা এর সাথে ভিন্নমত প্রকাশ করছে। সাম্প্রতিক সময়েও আমরা বেশ কিছু ঘটনায় এ নির্দেশনার ব্যতয় লক্ষ্য করেছি। পাশাপাশি হেফাজতে মৃত্যু ও নির্যাতন প্রতিরোধ আইনের যথোপযুক্ত বাস্তবায়ন না হওয়া আমাদের একটি বড় উদ্বেগের বিষয়।

দেশের মানবাধিকার কর্মীদের মত সদস্য দেশসমূহ মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সংকুচিত হয়ে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। মতপ্রকাশ, সভা ও সমাবেশের অধিকার এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য তারা বেশকিছু কার্যকর সুপারিশ প্রদান করেছে। তাদের সুপারিশের বিপরীতে আইনমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, খসড়া ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে এমন কোনো ধারা রাখা হবে না যা নাগরিকের বাক

Secretariat:
Ain o Salish Kendra (ASK), 7/17, Block-B, Lalmatia, Dhaka-1207
Phone: 8126047, 8126134, 8126137, Fax: 8126045
Email: ask@citechco.net web: www.askbd.org
Forum Members:
Ain o Salish Kendra (ASK), Acid Survivors Foundation (ASF), Association for Land Reform and Development (ALRD), Bandhu Social Welfare Society (BSWS), Bangladesh Adivasi Forum, Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movements (BDERM), Bangladesh Institute of Labor Studies (BILS), Bangladesh Legal Aid & Services Trust (BLAST), Bangladesh Mahila Parishad (BMP), Boys of Bangladesh (BOB), FAIR, Karmojibi Nari (KN), Kapaeeng Foundation, Manusher Jonno Foundation (MJF), National Alliance of Disabled Peoples' Organizations (NADPO), Nagorik Uddyog, Naripokkho, Nijera Kori, Steps Towards Development (Steps), Transparency International Bangladesh (TIB)

স্বাধীনতা ও গণমাধ্যম কর্মীদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে এবং তাদের হয়রানির জন্য হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হবে। আমরা আশা করবো আইনমন্ত্রী তাঁর এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন এবং মানবাধিকার ও সংবাদকর্মীদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে এ আইনের খসড়ায় প্রয়োজনীয় সংশোধন আনবেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে সরকার তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে, পার্বত্য চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে সরকার বদ্ধপরিকর। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে সরকার ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি পুনর্গঠন করেছে। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কাজ ত্বরান্বিত করা এবং এতদাঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভূমি অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে ২০১৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন সংশোধন করেছে বলে সরকার উল্লেখ করেছে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে, দশ বছর ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও সরকার এখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক ধারাসমূহ বাস্তবায়ন করেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন আইন ২০০১ সালে প্রণীত হলেও এখন পর্যন্ত এ আইনের বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়নি এবং ভূমি কমিশনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ, জনবল নিয়োগ ও শাখা অফিস স্থাপনের জন্য কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। আরো উল্লেখ্য যে, সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের উত্থাপিত পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশ্নের না দিয়ে আইনমন্ত্রী সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে গেছেন। সরকারের বক্তব্যে আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ (স্থানীয়), ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, বন ও পরিবেশ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ সকল ক্ষমতা ও কার্যাবলী হস্তান্তর এবং এসব পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিতকরণ; পার্বত্যাঞ্চলের জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণে আইনী ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ; অপারেশন উত্তরণসহ অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার; প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্ত পুনর্বাসন ইত্যাদি মৌলিক বিষয়সমূহ সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও চুক্তি বাস্তবায়নের সরকারের গড়িমসির বহি:প্রকাশ বলে বিবেচনা করা যায়।

Secretariat:
Ain o Salish Kendra (ASK), 7/17, Block-B, Lalmatia, Dhaka-1207
Phone: 8126047, 8126134, 8126137, Fax: 8126045
Email: ask@citechco.net web: www.askbd.org
Forum Members:
Ain o Salish Kendra (ASK), Acid Survivors Foundation (ASF), Association for Land Reform and Development (ALRD), Bandhu Social Welfare Society (BSWS), Bangladesh Adivasi Forum, Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movements (BDERM), Bangladesh Institute of Labor Studies (BILS), Bangladesh Legal Aid & Services Trust (BLAST), Bangladesh Mahila Parishad (BMP), Boys of Bangladesh (BOB), FAIR, Karmojibi Nari (KN), Kapaeeng Foundation, Manusher Jonno Foundation (MJF), National Alliance of Disabled Peoples' Organizations (NADPO), Nagorik Uddyog, Naripokkho, Nijera Kori, Steps Towards Development (Steps), Transparency International Bangladesh (TIB)

সাংবাদিক ভাই-বোনেরা,

আমরা সরকারকে সাধুবাদ জানাই তৃতীয়বারের ন্যায় এ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার জন্য। পাশাপাশি আমরা দাবী জানাই, কেবল অংশগ্রহণ করার মধ্যেই যেন এর কার্যক্রম সীমাবদ্ধ না থাকে। আমরা আশা করবো সরকার অন্যান্য দেশ কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশসমূহ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে। যেসব বিষয়ে সরকার অবস্থান জানানোর জন্য সময় নিয়েছে আমরা আশা করবো সেগুলোর ক্ষেত্রে তারা কোন দায়সারা ব্যাখা প্রদান না করে পুরোপুরি গ্রহণ করে নেবে। একই সাথে যেসব সুপারিশ প্রত্যাখান করা হয়েছে সেগুলো দেশের জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে, সংবিধান ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, আন্তজাতিক মানবাধিকার বাধ্যবাধকতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে দেশের সম্মান উজ্জ্বল করার লক্ষ্যে গ্রহণ করে নেবে।

চূড়ান্ত অবস্থান জানানোর আগে নাগরিক সমাজ ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাথে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য আমরা সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছি। সরকারকে আমরা আরো আহবান জানাচ্ছি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহকে সর্ম্পৃক্ত করে নাগরিক সমাজের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সুপারিশসমূহ পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য এবং তা বাস্তবায়ন ও নিয়মিত পরীবিক্ষণের ওপর জোর দেয়ার জন্য। অন্যথা আমরা মনে করি ইউপিআর প্রক্রিয়াটি কোনোভাবেই কার্যকরী হয়ে উঠবে না।

ধন্যবাদ সবাইকে।

Secretariat:
Ain o Salish Kendra (ASK), 7/17, Block-B, Lalmatia, Dhaka-1207
Phone: 8126047, 8126134, 8126137, Fax: 8126045
Email: ask@citechco.net web: www.askbd.org